ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডব্লিউডিএফ)
United Workers Democratic Front (UWDF)

Temporary Office: 22/1 Topkhana Road, 4th Floor, Dhaka-1000
E-mail: sromojibifront@gmail.com

সূত্রঃ তারিখঃ

সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে নিজেদের কর্মসূচি ঘোষণার লক্ষ্যে ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডব্লিউডিএফ)-এর

সংবাদ সম্মেলন

৮ আগস্ট ২০১৮, বুধবার
সাগর-রুনি মিলনায়তন, রিপোর্টার্স ইউনিটি, ঢাকা

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডব্লিউডিএফ)-এর পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা হয়ত অবগত আছেন, গত ৩ আগস্ট এক সম্মেলনের মাধ্যমে আমাদের সংগঠনের নাম শ্রমজীবী ফ্রন্ট (পার্বত্য চট্টগ্রাম) পরিবর্তন করে বর্তমান নাম গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মেলনে গঠিত হয়েছে ৩৩ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় কমিটিও।

আজকে আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশের এক বিশেষ কঠিন পরিস্থিতির মুখে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। গত সপ্তাহ জুড়ে স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের অচল অবস্থা আমরা সবাই গভীর উদ্বেগের সাথে প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা নিজেরা কমবেশী সবাই এতে ভুক্তভোগী ছিলাম। আমাদের দৈনন্দিন কাজে নানাভাবে ব্যাঘাত ঘটেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সাংবাদিক ভাইদের অনেকে হামলার শিকার হয়ে গুরুতর জখম হয়েছেন, প্রখ্যাত আলোকচিত্রী দৃক গ্যালারির প্রতিষ্ঠাতা শহীদুল আলমকে গোয়েন্দা সংস্থার নাটকীয় স্টাইলে অপহরণ, শারীরিকভাবে মারধর, রিমান্ডে নেয়া-- খুবই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। আমরা তার নিঃশর্ত মুক্তি দাবির প্রতি সমর্থন জানাই। সংবাদিক ভাইদের ওপর হামলাকারীদের চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি ন্যায় সঙ্গত, আমরা আপনাদের দাবির সাথে সংহতি ও একাত্মতা জানাই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

দুই শিক্ষার্থী বাস চাপায় নিহত হলে শহীদ রমিজ উদ্দীন স্কুল এন্ড কলেজের তাদের সতীর্থরা রাস্তায় নেমে যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভের সূত্রপাত ঘটায়, তা পরে রাজধানীর অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ গোটা দেশে সরিয়ে পড়ে। বলতে গেলে সপ্তাহ ব্যাপী বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। মন্ত্রী, পুলিশের কর্মকর্তা, সরকার ও বিরোধী দলীয় নেতা, সাংসদদের আইন মেনে চলতে বাধ্য করে, তা দেশবাসীর সপ্রশংস নজড় কাড়ে। শিক্ষার্থীদের নয় দফা দাবিনামার যৌক্তিকতা সবাই স্বীকার করেছেন। আমরা শিক্ষার্থীদের এ অগ্রণী ভূমিকার জন্য তাদের সাধুবাদ দিই, তাদের দাবির প্রতি সমর্থন জানাই। পুলিশ সরকারি ছাত্র-যুব সংগঠনকে সাথে নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর যে সহিংস হামলা চালিয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণ্য। শুধু শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা নয়, যারা পেশাগত দায়িত্ব পালনে ঘটনাস্থলে ছিলেন তাদেরও পুলিশ-সরকারি ছাত্র সংগঠনের মাস্তানরা হামলা করেছে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশের সাথে সরকারি ছাত্র সংগঠনের হামলা সন্ত্রাস ও মাস্তানি ছাড়া কিছু নয়। আমরা জেনেছি, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ন্যায়সঙ্গত দাবি মিটিয়ে না দিয়ে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া, কোন শুভ বুদ্ধির কাজ বলে আমরা মনে করি না।
দেশের স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের ক্ষমতাসীন সরকার শত্রুজ্ঞান করছে, ক্ষমতাসীনদের কার্যকলাপ দেখে তাই মনে হয়। স্বৈরশাসক এরশাদও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়ে ছাত্রদের দমন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নি। তাকে করুণভাবে বিদায় নিতে হয়েছিল। এ সরকারের পরিণতিও এরশাদের চেয়ে ভাল হবে না বলে আমাদের ধারণা বদ্ধমূল হচ্ছে।

প্রিয় সাংবাদিক ভাইয়েরা,
দেশের বরেণ্য ব্যক্তিগণ স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশ ও সরকারি ছাত্র সংগঠনের এ ধরনের হামলাকে গুণ্ডামি বলে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ক্ষমতাসীন সরকারের ফ্যাসিবাদী আচরণের প্রতি তীব্র ধিক্কার দিচ্ছেন। আমরা মনে করি, তা যথার্থ।
পুলিশ ও সরকারি ছাত্র সংগঠনের বর্বরতা যাতে দেশে এবং বাইরে প্রচারিত হতে না পারে, সেজন্য সরকার ইন্টারনেট সেবাও বন্ধ করে দেয়। এতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবসায়িক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের লেনদেনে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে। অন্যরাও নানাভাবে ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসীকে অন্ধকারে রেখে ঢাকায় শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত দমন-পীড়ন চালানোর হীন উদ্দেশ্যে সরকার এভাবে ইন্টারনেট যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিল।

এখানে একটি বিষয়ের ওপর আমরা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, ঢাকায় শিক্ষার্থীদের রাস্তায় নেমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের একদিন আগে ২৮ জুলাই পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি জেলার দিঘীনালা উপজেলায় ৯মাইল নামক এলাকায় এক ত্রিপুরা জাতিসত্তার ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এর প্রতিবাদে খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও এর বাইরে অবস্থানকারী সাধারণ পাহাড়ি ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমে আসে, প্রতিবাদ জানায়। বাস চাপায় দুই শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক মৃত্যু যেভাবে সবাইকে নাড়া দিয়েছিল, ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনাও অনুরূপভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড় তোলে। দেশের দুই প্রান্তে ঘটে-যাওয়া দুটি মর্মান্তিক দুঃখজনক ঘটনা যেন পাহাড় ও সমতলের প্রতিবাদী জনতাকে একই মোহনায় এনে দাঁড় করিয়েছে। **'শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে পাহাড়-সমতলে, লড়াই হবে সমান তালে!'** আমাদের শ্লোগানের যথার্থটা এখানেই নিহিত। সেনাসৃষ্ট সশস্ত্র দুর্বৃত্ত কর্তৃক হিল উইমেন্স ফেডারেশনের দুই নেত্রী অপহৃত হলে (১৮ মার্চ'১৮), তার প্রতিবাদে দেশের সকল প্রগতিশীল ছাত্র-নারী সংগঠন সামিল হয়। সম্মিলিত প্রবল আন্দোলনের মুখে দুর্বৃত্তরা অপহৃত দুই নারী নেত্রীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। এটা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য বিজয়, তা আমাদের ঐক্য সংহতির সোপান তৈরি করেছে। দুর্বৃত্ত ও গণশত্রুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের ঐক্য সুদৃঢ় হয়। আমরা স্মরণ করি, কল্পনা চাকমা অপহরণের প্রতিবাদে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল সংগঠন ব্যক্তি প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। মিডিয়া পালন করেছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের শ্রমজীবী জনতা বহু হত্যাকাণ্ড-দমন-পীড়ন তথা জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করি যে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী গণবান্ধব নয়, দুর্বৃত্তকে লালন করে। জনগণকে অধিকার বঞ্চিত ও দমিয়ে রাখতে সশস্ত্র মাস্তান-গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখন নব্য মুখোশবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সেনাসৃষ্ট মুখোশবাহিনীর চাঁদাবাজি, অপহরণ, খুন ও গুণ্ডামিতে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম হয়েছে।
এতদিন 'পদ্মা সেতু নির্মাণ' 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উত্তোলন' অর্থনৈতিক উন্নতির ফিরিস্তির আড়ালে চাপা থাকলেও, ঢাকায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন করতে গিয়ে সরকারের ফ্যাসিবাদী মুখোশ খুলে পড়েছে। পুলিশ ও সরকার দলীয় দুর্বৃত্তদের একযোগে শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ দেখে ক্ষমতাসীন চক্রকে চিনতে কারোরই অসুবিধে হবার কথা নয়।

দুর্বল, সংখ্যালঘু ও ক্ষমতাহীনদের প্রতি অনুসৃত নীতি দেখে একটি সরকারকে চেনা যায়। ঢাকায় স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের দমন করতে সরকার পুলিশ ও নিজ দলীয় ছাত্র-যুব সংগঠন লেলিয়ে দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দমন করতে রাস্তায় নামিয়েছে সেনাবাহিনী। এখানে ন্যায় নীতির কোন বালাই নেই। জোর জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ করে জনগণের প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়াই সরকারের লক্ষ্য।

সংগ্রামী সাংবাদিক বন্ধুগণ,

রাজধানী ঢাকাবাসী যেভাবে পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগের গুণ্ডামি প্রত্যক্ষ করেছে, তার উৎপত্তিস্থল হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম, যা এখন ক্যান্সারের মত সারা দেশে সরিয়ে পড়ছে! বছরের পর বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা ও সেটলাররা জোর জবরদস্তি চালাচ্ছে। তা যাতে দেশে এবং বাইরে প্রকাশ না পায়, সেজন্য আশির দশকে যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে সেন্সর ছিল, এখনও অঘোষিতভাবে তা জারি আছে। সে কারণে সেনাসৃষ্ট নব্য মুখোশবাহিনী বলে পরিচিত সশস্ত্র দুর্বৃত্তদের অপকর্ম দেশের লোকজন জানে না। ঢাকায় স্কুল-কলেজ শিক্ষার্থীদের ওপর পরিচালিত আক্রমণের ঘটনা ধামাচাপা দিতে সরকার ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করে দিতে ইতস্তত করে না, আর পার্বত্য চট্টগ্রামের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তাসমূহকে তো সরকার নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে না, 'বাঙালি জাতীয়তা' চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের দমন করতে শাসকগোষ্ঠী কতটা কঠোর ও বর্বর নীতি অনুসরণ করবে, তা সহজেই অনুমেয়।

'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদন, জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনীর আত্মসমর্পণের পরও জারি রয়েছে তথাকথিত "অপারেশন উত্তরণ"। শুধু তাই নয়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা হয়েছে সংবিধান বিরোধী দমনমূলক '১১দফা নির্দেশনা", তাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে ফৌজি শাসনকে বৈধতা দেয়া হয়েছে।

শান্তিপ্রিয় পাহাড়ি জনগণের ওপর সেনা-সেটলাররা পরিকল্পিত হামলা চালাচ্ছে, হত্যাকাণ্ড চালিয়ে তাদের বাস্তুভিটা থেকে বিতাড়িত করছে, জমিজমা বেদখল করছে। সাম্প্রতিক কালে জাতীয় নির্বাচন ঘনিয়ে আসায়, সেখানে সেনাবাহিনীর মধ্যকার একটি চক্র প্রধানমন্ত্রী হাসিনাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসন (২৯৮ নং খাগড়াছড়ি, ২৯৯ নং রাঙ্গামাটি ও ৩০০ নং বান্দরবান) উপহার দেবে বলে ঘোষণা দিয়ে মাঠে নেমেছে। সেনাবাহিনীর মত একটি রাষ্ট্রীয় সংস্থা যদি এভাবে একটি দলের পক্ষ হয়ে নির্বাচনের পাতানো খেলায় নেমে পড়ে, স্থানীয় বখাটে যুবক দুর্বৃত্তদের ভাড়া করে জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, তাহলে সেখানকার পরিস্থিতি অশান্ত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে একশ্রেণীর সেনা কর্মকর্তা অনিয়ম দুর্নীতি ও গুণ্ডামিতে হাত পাকিয়ে দেশের জনগণের ওপর ছোবল দিতে উদ্যত হয়। বিভিন্ন ঘটনা থেকে তা অভিজ্ঞমহলের বুঝতে অসুবিধে হবে না।

সাংবাদিক ভাইয়েরা,

১৯৯৭ সালে সম্পাদিত 'পার্বত্য চুক্তি'র পর পার্বত্য চট্টগ্রামের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট দেখা দেয়। এক পর্যায়ে জীবনের নিরাপত্তা ও পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাবে পাহাড়ি তরুণ যুবক-যুবতি ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা ইপিজেডসহ বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে চলে আসতে থাকে। এসব এলাকায় বর্তমানে বিশ হাজারের অধিক পাহাড়ি শ্রমিক বিভিন্ন কলকারখানায় কর্মরত রয়েছেন। অন্যান্য শ্রমিকদের মতো পাহাড়ি শ্রমিকরাও পুঁজিপতি মালিক শ্রেণীর অমানবিক মজুরী শোষণের শিকার, যা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হবে। এছাড়াও ভিন্ন চেহারা, ভাষা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির কারণে একশ্রেণীর জাতিবিদ্বেষী ক্ষমতাধর ব্যক্তিবিশেষের কারণে নানাভাবে হয়রানি, হেনাস্থা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকে।

যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে আমরা চাকুরি করি, সে সব প্রতিষ্ঠানে সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব পালনে সরকারি ছুটি না থাকা, বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত সময় খাটানো ও নারী শ্রমিকদের নানাভাবে বঞ্চিত করা তো রয়েছে। এ সমস্ত অনিয়ম ও বৈষম্য দূরীকরণ এবং নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি তুলে ধরতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি, তারই পরিণতি হচ্ছে আমাদের বর্তমান সংগঠন।

আমরা শুধু নিজেদের শ্রমজীবীদের স্বার্থে আন্দোলনে নিযুক্ত রয়েছি, তা নয়। আমরা আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ, বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তা-সম্প্রদায় এবং গোটা দেশের সামগ্রিক জনগণের স্বার্থেও সাধ্যমত ভূমিকা রাখতে চাই।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দাবি,

১. আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুসারে বেতন ভাতাসহ সকল সুবিধাদি প্রদান করতে হবে।
২. ওভার ডিউটির ভাতা যথাযথভাবে প্রদান করতে হবে।
৩. পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহত্তম সামাজিক উৎসব 'বৈসাবি' বৌদ্ধ-হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মাবলম্বীদের স্ব স্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় ছুটি ও ভাতা প্রদান করতে হবে।
৪. ন্যায্য বাসা ভাড়া, শিক্ষা-চিকিৎসা ভাতা প্রদান করতে হবে।
৫. ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওভার-টাইম খাটানো বন্ধসহ কারখানায় নারীদের সম্মান নিরাপত্তার বিধান করতে হবে।
৬. মাতৃত্বকালীন ছুটি ও ভাতা নিশ্চিত করতে হবে।
৭. 'বাঙালি জাতীয়তা' নয়, স্ব স্ব জাতিসত্তার স্বীকৃতি দিতে হবে।
৮. অবিলম্বে ইউপিডিএফ সংগঠক মিঠুন চাকমার চিহ্নিত খুনীদের গ্রেফতার, দৃষ্টান্তমূলক সাজা প্রদান; অন্যায়ভাবে আটক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি, ইউপিডিএফ-এর সভাপতিসহ নেতা-কর্মী ও জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার ও সেনাসৃষ্ট নব্য মুখোশবাহিনী ভেঙে দিতে হবে।
৯. পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ও সমাধানের লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব ইউপিডিএফ-এর সাথে সংলাপে বসে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি মেনে নিতে হবে।
১০. নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানকে পদত্যাগ করতে হবে।

কর্মসূচি :

**** ১৭ আগস্ট নারী নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সম্মুখে।***

**** ২৪ আগস্ট শুক্রবার : সাভার/কুমিল্লায় শাখা গঠন উপলক্ষে বিশেষ সভা ও সাংগঠনিক ট্যুর***

**** ৩১ আগস্ট শুক্রবার : নতুন কমিটির পর্যালোচনা বৈঠক***

**** নিজস্ব দাবিদাওয়া তুলে ধরা এবং সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে শ্রমিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও মিডিয়া এবং দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে সাক্ষাত ও মতবিনিময় (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)***

ধন্যবাদ।

সভাপতি
সচিব চাকমা

যুগ্ম সম্পাদক
প্রমোদ জ্যোতি চাকমা

ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউডব্লিউডিএফ)